ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম-এনডিপি

জেন্ডার পলিসি
(Gender Policy)

২য় সংস্করন
জানুয়ারী ২০১২ সাল থেকে কার্যকরী হবে।

জানুয়ারী ২০০৪ খ্রীষ্টাব্দ

এনডিপি ভবন, বাগবাড়ী, শহীদনগর, কামারখন্দ, সিরাজগঞ্জ
ফোন ০৭৫১-৬৩৮৭০; ফ্যাক্সঃ ০৭৫১-৬৩৮৭৭, E-mail: akhan_NDP@yahoo.com

ভূমিকা (Introduduction) ঃ

আজ থেকে এক যুগের ও অধিক আগে অত্যন্ত সীমিত সংখ্যক জনবল নিয়ে সংস্থার কার্যক্রম শুরু হয়েছিল। আর তখন উন্নয়ন কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত হওয়া কিংবা গ্রামীন দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মাঝে নিবিড় সম্পর্ক স্থাপনের মধ্য দিয়ে তাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন কর্মকান্ডে নিয়োজিত করার ন্যায় কঠোর সংকল্পে ব্রতী নারী কর্মীর সংখ্যা সংগঠনে বিল না বললেই চলে। ধীরে ধীরে সংগঠনের কার্যক্রম ও কর্মএলাকা বিস্তৃত হয়েছে আর সেই সাথে বৃদ্ধি পেয়েছে এর জনবল। আগে সেখানে গ্রামীন পরিবেশে কাজ করতে পুরুষ কর্মীদের মাঝেই তেমন উৎসাহ পরিলক্ষিত হতো না, আজ সেখানে কি স্থায়ী চাকুরী অথবা প্রকল্প কালীন মেয়াদের জন্য নিয়োগকৃত চাকুরী, সবক্ষেত্রেই কাজ করতে নারীরা পুরুষের ন্যায় সমান আগ্রহী। বর্তমানে সংস্থার একাধিক পদে নারী কর্মীরা তাদের নিজ দক্ষতা, মেধা ও শ্রম দিয়ে তার যোগ্যতার প্রমাণ দিতে সক্ষম হয়েছে।

ঐতিহ্যগতভাবে যে সকল ক্ষেত্রে নারীদের অংশ গ্রহণের সুযোগ সেই অথবা থাকলেও খুবই সীমিত সে সব ক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ উন্নয়ন সাধনের জন্য এনডিপি তার সামর্থ অনুযায়ী ভূমিকা পালন করে। কিন্তু প্রতিটি ক্ষেত্রে নারী কর্মীর শিক্ষাগত যোগ্যতা, কাজ করার সামর্থ, দক্ষতা ও সর্বোপরি তার নিজস্ব মানবিক মুল্যাবোধ এবং চাকুরীর প্রতি আগ্রহ-এ সকল বিষয় গুরুত্বপুর্ণ অবদান রাখে। বর্তমানে সংস্থায় কর্মরত কর্মীর সংখ্যা (প্রকল্পভুক্ত কর্মীসহ) ছয় শ'র অধিক। এদের মধ্যে প্রায় এক তৃতীয়াংশেরও অধিক নারী কর্মী রয়েছে। এদের সকল পর্যায়ে কাজ করার অনুকুল পরিবেশ সৃষ্টি করে দিতে পারলে সংস্থায় নারী কর্মীর সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পাবে। এ ক্ষেত্রে সংস্থার অনেক কিছু করণীয় আছে। কর্তৃপক্ষ দীর্ঘদিন যাবৎ বিষয়টি নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করলেও এতদিনে সংস্থার কোন নিজস্ব জেন্ডার পলিসি তৈরী হয়নি। এক্ষেত্রে দাতা সংস্থার আগ্রহের বিষয়টিও গুরুত্বপুর্ণ। আজ প্রতিটি দাতা সংস্থাও এ বিষয়ে অত্যন্ত সজাগ। তারাও প্রতিটি সংস্থার নিজস্ব জেন্ডার পলিসি নিয়ে প্রশ্ন করেন-জিজ্ঞাসা করে এ বিষয়ে বিস্তারিত জানতে আগ্রহী।

সংস্থা প্রণীত জেন্ডার পলিসিটি একান্তভাবেই সংস্থার নিজস্ব চাহিদা ও প্রয়োজন মেটাতে তৈরী করা হয়েছে। এ কথা নিসন্ধে বলা যায় যে-জেন্ডার পলিসিটির যথাযথ প্রয়োগ সংস্থা এবং তার কর্মীগণকে লক্ষ্যমাত্রা অর্জন এবং সেই সাথে মুলনীতিসমুহ বাস্তবায়নে সহায়তা করবে এবং এর ফলে সংস্থায় নারী-পুরুষ বৈষম্য এর বিভাজন অনেকাংশে দুরীভুত হবে।

সংস্থার প্রত্যাশা (Vision Statement) ঃ

সকলের ন্যায্য অধিকার ও সাম্যতা অর্জন এবং উন্নয়ন কর্মকান্ডে পাম্পরিক অংশগ্রহণের মাধ্যমে দারিদ্রতা ও শোষণমুক্ত সমাজ গঠনের প্রত্যাশা নিয়ে ১৯৯২ সনের ১লা জানুয়ারী সংস্থার অগ্রযাত্রা সুচিত হয়েছিল।

এই প্রত্যাশ অর্জনের লক্ষ্যে সংস্থাকে একটি আদর্শ নেতৃত্ব প্রদানকারী ও গতিশীল সংগঠন হতে হবে সেখানে সংস্থার উন্নয়ন কর্মকান্ডে জড়িত সকল শ্রেণীর মানুষের সক্রিয় অংশ গ্রহণের মাধ্যমে তাদের মেধা ও মননশীলতার সমন্বয় ঘটিয়ে তাদের অংশীদারিত্ব প্রতিষ্ঠা ও জেন্ডার সমতা রক্ষিত হবে।

কৌশলগত দিক নির্দেশনা (Strategic Approach)ঃ

প্রতিটি কর্মসুচি/প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে জেন্ডার অনুকল পরিকল্পনা প্রনায়ণ ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে যাতে জেন্ডারের আদর্শ সুরক্ষিত থাকে জেন্ডার পলিসিটি সংস্থাকে এ রুপ কার্যকরী দিক নির্দেশনা প্রদানে সক্ষম হবে।

এই নীতিমালাটির রক্ষ হলো-সংস্থার উন্নয়ন কার্যক্রম ও প্রকল্প পরিকল্পনা প্রণয়ন, সম্পদ বরাদ্দ ও বন্টন এবং বাস্তবায়ন প্রতিটি ক্ষেত্রে জেন্ডারের স্বার্থ সুরক্ষিত করার জন্য সকল পর্যায়ে দিক নির্দেশনা প্রদান করা। এ ছাড়াও এ নীতিমালা অনুসৃত হলে সংস্থার সকল স্তরের কর্মীদের জন্য জেন্ডার সংবেদনশীল কাজের পরিবেশ নিশ্চিত হবে।

সামজিকভাবে গড়ে উঠা নারী ও পুরুষের ভুমিকা ও পারস্পরিক সম্পর্ক এবং এই ভুমিকা ও সম্পর্কগুলো কিভাবে নারী ও পুরুষের জন্য সকল উন্নয়নসংক্রান্ত সুযোগ-সুবিধা ও তার সুফলকে প্রভাবিত করে তা' নির্ধারণ করার ক্ষেত্রে এটি সংস্থার জন্য একটি গুরুত্বপুর্ণ দলিল হিসেবে কাজ করবে। প্রচলিত সামাজিক রীতিনীতি ও ঐতিহ্য অনুযায়ী নারীত্ব ও পৌরুষের ধারণা বুঝতে ও পর্যালোচনা করতে সহায়তা করে। এতদ্‌সংক্রান্ত ধারণা ও সংজ্ঞা এবং ব্যাখ্যাসমূহ পরবর্তী পৃষ্ঠা সমূহে সংযোজিত করা হয়েছে।

বাংলাদেশের সংবিধানে নারী ও পুরুষের সমতার নীতি প্রতিষ্ঠিত। সরকার নারীর প্রতি সব ধরণের বৈষম্যমুলক আচরণ দুরীকরণের কনভেনশন এবং বেইজিং প্লাটফর্ম ফর অ্যাকশন (PFA) স্বাক্ষর ও তা' বাস্তবায়নে অঙ্গীকার করেছে। সরকারের ৫ম পঞ্চ বার্ষিক

Md. Alauddin Khan
Director
National Development Programme

সভাপতি
ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম (এনডিপি)

পরিকল্পনায় নারীকে উন্নয়নের মুল স্রোতধারায় সম্পৃক্ত করার মাধ্যমে জেন্ডার সমতা প্রতিষ্ঠার রক্ষ্যে সুনির্দিষ্ট কৌশলগত দিক নির্দেশনা রয়েছে।

জেন্ডার পলিসি মুল নীতিসমূহ (Principles of Gender Policy)ঃ

- এই জেন্ডার পলিসিটি সংস্থা (এনডিপি)-র প্রত্যাশা (Vision)-র সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এছাড়া এটি সংস্থার উন্নয়ন কার্যক্রম, প্রকল্পসমূহ এবং অভ্যন্তরীণ পলিসিসমূহের সাথেও সংগতিপূর্ণ। এটি জেন্ডার সমতা নিশ্চিতকরণ, জেন্ডার বৈষম্য দুরীকরণ ও সেই সাথে নারী উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকার কর্তৃক ঘোষিত বিভিন্ন অঙ্গীকারকে আরও সুর্দঢ করবে।

- এটি সংস্থার চাকুরী বিধিমালা এবং অন্যান্য পলিসিসমূহের পরিপুরক। এটি সংস্থার সকল কার্যক্রমের পরিকর্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন, মনিটরিং ও মুল্যায়ণের ক্ষেত্রে জেন্ডারের বিবেচ্য বিষয়সমূহ প্রয়োগে সহায়তা করবে।

- এটি সংস্থার দীর্ঘ মেয়াদী কৌশলগত পরিকল্পনা প্রণয়নে জেন্ডার সমতার উপর আরোপিত গুরুত্বকে আরও জোড়দার করবে।

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য (Goals and Objectives)ঃ

জেন্ডার পলিসির মুল লক্ষ্য হচ্ছে সংস্থা বাস্তবায়িত কর্মকান্ড পরিচালনার প্রতিটি ক্ষেত্রে জেন্ডার অনুকুল কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন ও জেন্ডারের আদর্শ সুরক্ষিত থাকে- সংস্থাকে এরূপ কার্যকরী দিক নির্দেশনা প্রদানে সহায়তা করা।

এ পরিসির সার্বিক লক্ষ্য হলো সংস্থায় কর্মরত কর্মী ব্যবস্থাপনার সকল ক্ষেত্রে এবং সংস্থার লক্ষ্যিত জনগোষ্ঠীর সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন কার্যক্রম ও প্রকল্প প্রণয়নে জেন্ডার সমতার অন্তর্ভূক্তি বিধান ও চর্চার ক্ষেত্রে সংস্থার দক্ষতার উন্নয়ন সাধন করা। এ পলিসি বিশেষতঃ সর্বক্ষেত্রে নারীর অধঃস্তন অবস্থানের পরিবর্তন এবং সকল কর্মীর জন্য নিরাপদ ও সম্মানজনক কর্ম পরিবেশ নিশ্চিত করবে।

এছাড়াও জেন্ডার পলিসিটি নিম্নোক্ত উদ্দেশ্যসমূহ অর্জনে সহায়তা করবে-

- নারী কর্মীদের নিয়োগ, তাদেরকে চাকুরীতে ধরে রাখা এবং উচ্চপদে তাদের পদোন্নতির জন্য প্রয়োজনীয় সহায়তা (পেশাগত উন্নয়ন নিশ্চিত করা।
- নারীদের সুস্পষ্ট মতামত ব্যক্ত করার পরিবেশ সৃষ্টি করণে ও জেন্ডার ইস্যু সংক্রান্ত সমস্যাবলী দুরীকরণে সহায়ক হবে।
- সংস্থার সকল কর্মী যাতে জেন্ডার সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করে এবং এই পলিসি বাস্তবায়নে স্বীয় ভুমিকা পালনে এবং দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন থাকে তা' নিশ্চিত করা।
- সংস্থার কর্ম পরিকল্পনা,তৈরী, মনিটরিং, বাস্তবায়ন এবং মুর‍্যায়নের প্রতিটি পর্যায়ে জেন্ডার ইস্যুটিকে অগ্রাধিকার প্রদান করা যাতে কার্যক্রমের জেন্ডার ইম্পষ্ট (impact) পরিমাপ করা যাবে।
- সংস্থার প্রতিটি কার্যক্রমে নারীর সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণের ক্ষেত্রে নারীদের মৌলিক সমস্যাবলী এবং চাহিদা চিশ্চিতকরণ এবং অগ্রাধিকার ভিত্তিক বিবেচনা নিশ্চিত করা।

বিশেষ সুবিধা (Special Facilities)ঃ

- সংস্থার বিভিন্ন পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে নারী প্রার্থীদের অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে। চাকুরীতে নিয়োগকালীন বিজ্ঞাপন প্রকাশের ক্ষেত্রে উল্লেখিত বিষয় উল্লেখ করতে হবে।
- নারী চাকুরীজীবিদের ক্ষেত্রে অফিস সময়সুচির অতিরিক্ত সময় অফিসে কাটানোর জন্য বাধ্য করা যাবে না। বিষেশ ক্ষেত্রে তার সম্মতিক্রমে অপর একজন নারী সংঙ্গী/সহকর্মীর উপস্থিতিতে অতিরিক্ত সময়ের জন্য অফিসিয়াল দায়িত্ব পালনে রাজি করানো যেতে পারে।
- নারী চাকুরীজীবিদের ক্ষেত্রে বিধি মোতাবেক মাতৃত্বজনিত ছুটি ৩ মাসের সাথে আরো ১ মাস বিনা বেতনে অতিরিক্ত (প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে) ছুটি ভোগ করতে পারবে ।
- দুগ্ধদাত্রী নারী চাকুরীজীবিদের ক্ষেত্রে তার দুগ্ধপোষ্য শিশু নিয়ে অফিসিয়াল দায়িত্ব পালনের সুযোগ প্রদান করতে হবে এবং প্রয়োজনে বোধে শিশুর যত্ন নেবার ক্ষেত্রে তাকে নুন্যপক্ষে ২ বার অফিস চলাকালীন সময় বাড়তি সময় প্রদান করতে হবে।

Md. Alauddin Khan
Director
National Development Programme

সভাপতি
ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম (এনডিপি)

- বাচাচার বয়স ৬ মাস পূর্ন না হওয়া পর্যন্ত দুগ্ধদাত্রী মা অফিস শুরুর ১ ঘন্টা পরে অথবা অফিস ছুটির ১ ঘন্টা আগে অফিস ত্যাগ করতে পারবে।
- নারী চাকুরীজীবিদের ক্ষেত্রে দুগ্ধপোষ্য শিশুর যত্ন নেবার জন্য প্রয়োজনীয় আলাদা কক্ষের ব্যবস্থা করতে হবে।
- নারী চাকুরীজীবিদের ক্ষেত্রে অফিস অভ্যন্তরে আলাদা কমন রুমের ব্যবস্থা রাখতে হবে।
- সংস্থার ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসুচির নারী মাঠ কর্মীদের বাই-সাইকেল চালানোর ক্ষেত্রে বাধ্য করা যাবে না। তবে, কেহ স্বেচ্ছায় বাই-সাইকেল চালালে তার জন্য তাকে বিশেষ বর্ধিত বেতন প্রদানের সুযোগ দিতে হবে।
- কর্ম এলাকা বন্টনের ক্ষেত্রে নারী কর্মীদের পছন্দের প্রতি অগ্রাধিকার প্রদান করতে হবে।

আচরণ বৈষম্য (Behavioral Description) ঃ

- নারী চাকুরীজীবিদের জোর করে অতিরিক্ত সময়ে অফিসিয়াল দায়িত্ব পালনে/নারীদের ক্ষেত্রে উপযোগী নয় এরূপ কাজে বাধ্য করা যাবে না, সেক্ষেত্রে নির্দেশ প্রদানকারীর বিরুদ্ধে শাস্তিমুলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
- নারী অথবা পুরুষ কর্মীর প্রতি কোন উদ্ধর্তন/অর্ধতন/সহযোগি চাকুরীজীবির অশালীন মন্তব্য/কটুক্তি/সমালোচনা সংস্থা কর্তৃক শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলে বিবেচিত হবে।
- নারী সহকর্মীদের প্রতি যে কোন প্রকার যৌন আচরণের ক্ষেত্রে তাদের প্রতি সংস্থা প্রদেয় সবোচ্চ শাস্তির বিধান রাখতে হবে।

কৌশল (Strategies)ঃ

পলিসির উদ্দেশ্য অর্জনের লক্ষ্যে নিম্নলিখিত কৌশল অবলম্বন করা হবে।

- সকল পর্যায়ে কর্মীদেরকে জেন্ডার ইস্যু সম্পর্কে সচেনত করে তোলা। এক্ষেত্রে সংস্থা কর্মীদেরকে জেন্ডার ইস্যু বিষয়ক ওরিয়েন্টেশন প্রদান করবে।
- সংস্থার সকল কর্মীর মাঝে এই পলিসি প্রচার ও বিতরণ করা এবং তাদেরকে বিশদভাবে বুঝানো নিশ্চিত করা।
- দৈনন্দিন কার্যক্রম ও প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ, জেন্ডার কমিটি এবং প্রত্যেক কর্মীর জন্য জেন্ডার সচেতনতা বজায় রাখার ক্ষেত্রে যথাযথ শিক্ষা, সচেতনতা বৃদ্ধি এবং উদ্বুদ্ধকরণ নিশ্চিত করা।
- জেন্ডার ইক্যুয়িটি (Equity) নিশ্চিত করার জন্য একটি সুস্পষ্ট এডভোকেসী ভুমিকা অবলম্বন করা।
- জেন্ডার পলিসি বাস্তবায়নের নিমিত্তে সংস্থার কর্মীদের নিয়ে ৫ সদস্য বিশিষ্ট জেন্ডার কমিটি গঠন করা।
- প্রত্যেক প্রজেক্ট থেকে এক জন কর্মীকে জেণ্ডার ফোকাল পারসন নির্বাচন করা হবে।
- সংস্থার প্রত্যেক প্রোজেক্ট/এরিয়া অফিসে একটি করে অভিযোগ/পরামর্শ বাক্স রাখা হবে। যেখানে এই ধরনের ঘটনা ঘটবে তা অভিযোগ আকারে বক্সে রাখা হবে এবং অভিযোগের ধরন অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে।

বাস্তবায়ন (Implementation)ঃ

প্রকল্প পরিকল্পনা পর্যায়ঃ

- প্রকল্প পরিকল্পনার ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের চাহিদা, অগ্রাধিকার, যুযোগ এবং নিয়ন্ত্রণের মধ্যকার প্রার্থক্য নিরুপণ করে তা' বিবেচনায় আনতে হবে।
- নারী পুরুষ উভয়কে নিয়েই অংশগ্রহণমুলক চাহিদা নিরুপণ কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে।
- পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন, মনিটরিং ও মুল্যায়নের ক্ষেত্রে মেয়ে শিশু এবং নারীদের চাহিদার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করার মাধ্যমে বৈষম্যমুলক আচরণ কমিয়ে এনে সমান সুযোগ ও অধিকার নিশ্চিত করতে হবে।

প্রকল্প বাস্তবায়ন পর্যায়ঃ

- প্রচলিত অসম জেন্ডার সম্পর্ককে বিবেচনা রেখে বাস্তবায়ন কৌশল নির্ধারণ করতে হবে।
- সকল পর্যায়ে এবং সকল ক্ষেত্রে প্রকল্প, কার্যক্রম, জনগোষ্ঠী এবং পরিবারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় নারীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে।

Md. Alauddin Khan
Director
National Development Programme

সভাপতি
ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম (এনডিপি)

- নারী এবং পুরুষ উভয় ক্ষেত্রেই অংশগ্রহণের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী শারিরীক, সামাজিক, ধর্মীয়, অথবা অন্যান্য কারণসমুহ চিহ্নিত করে তা দুর করতে হবে।
- নারীদের ক্ষেত্রে প্রযোজনীয় তথ্য প্রদান করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় তাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে।
- কারিগরী কার্যক্রমে নারীদের সমান সুযোগ ও তাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে এবং তাদের কারিগরী দক্ষতা উন্নয়নে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

প্রকল্প মনিটরিং পর্যায়েঃ

- প্রকল্প কার্যক্রম মনিটরিং ও মুল্যায়ণের প্রতিটি ক্ষেত্রে নারী কর্মীকে সংশ্লিষ্ট করতে হবে।
- প্রকল্প কার্যক্রমের তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে লিংঙ্গ ভিত্তিক পৃথকীকৃত (gender disaggregated) তথ্য সংগ্রহের উপর গুরুত্ব দিতে হবে।
- প্রকল্প মুল্যায়নে (indicator) নির্বাচনের ক্ষেত্রে জেন্ডার সংবেদনশীলতা বজায় রাখতে হবে।

ব্যবস্থাপনা পর্যায়েঃ

- কর্মী নিয়োগ পরিকল্পনায় পর্যাপ্ত সংখ্যাক নারী নিয়োগের মাধ্যমে জেন্ডার ভারসাম্য নিশ্চিত করতে হবে।
- অফিস সময়সীমা মেনে চলার ক্ষেত্রে নারী কর্মীদের নিরাপত্তা বিধান করতে হবে এবং অফিসসীমার অতিরিক্ত সময়ে কাজ করতে বাধ্য করা যাবে না।
- অফিসে অবস্থান, সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ এবং বিনেদন প্রতিটি ক্ষেত্রে নারী কর্মীদের সমান সুযোগ প্রদান করতে হবে।
- দুগ্ধদাত্রী মাতা কর্মী ও গর্ভবর্তী নারী কর্মীদের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সুবিধাদি প্রদান করতে হবে এবং কাজের অনুকুল পরিবেশ সৃষ্টি করে দিতে হবে।
- নারী কর্মীদের ক্ষেত্রে সহকর্মী কর্তৃক গ্রহণযোগ্য ও নমনীয়ীচিরণ করতে হবে।

উপসংহার (Conclusion)ঃ

সংস্থা উল্লেখিত বিধিমালা সমূহ মেনে চলতে অঙ্গীকারাবদ্ধ এবং বর্ণিত বিধিমালা সম্পর্কে অবহিত করণের ক্ষেত্রে সর্বস্তরের কর্মীদের নিয়ে অবহিতকরণ সভা/ আলোচনার ব্যবস্থা করবে।

Md. Alauddin Khan
Director
National Development Programme

সভাপতি
ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম (এনডিপি)